ত্রৈমাসিক

দুদক বার্তা

অব্যাহতভাবে দুর্নীতির দমন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ এবং উত্তম চর্চার বিকাশ

১১তম বর্ষ • ৪৬তম সংখ্যা • অক্টোবর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ • আশ্বিন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের সাথে দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার মোছাঃ আছিয়া খাতুন সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন

দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ নবযোগদানকৃত সহকারী পরিচালকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানের সার্টিফিকেট বিতরণ করেন

এ সংখ্যায় যা আছে

- প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম
- এনফোর্সমেন্ট অভিযান
- প্রতিরোধ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
- উল্লেখযোগ্য মামলা, চার্জশীট, বিচার ও দণ্ড
- ক্রোক, জব্দ ও বাজেয়াপ্ত
- দুর্নীতি বিরোধী আইন পরিচিতি

কোথায় ও কীভাবে অভিযোগ করবেন

- ই-মেইল: chairman@acc.org.bd
- ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ (Anti-Corruption Commission-Bangladesh)
- দুদক অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন ১০৬-এ (টোল ফ্রি) কল করে
- প্রবাসীগণ +৮৮০৯৬১২১০৬১০৬ নম্বরে কল করে
- কমিশনের চেয়ারম্যান/কমিশনার বরাবরে দুদক প্রধান কার্যালয়, ১ সেগুন- বাগিচা, ঢাকার ঠিকানায় লিখিতভাবে
- ৮ টি বিভাগীয় কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় পরিচালক বরাবর লিখিতভাবে
- কমিশনের সকল জেলা/সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক বরাবর লিখিতভাবে

সাধারণভাবে অবৈধ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদকে বৈধকরণের প্রক্রিয়াকে মানিলন্ডারিং হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। মানিলন্ডারিং দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেয়। দেশের বিদ্যমান আইন লঙ্ঘন করে দেশের বাইরে অর্থ বা সম্পদ পাঠানো কিংবা রক্ষণ করা মানিলন্ডারিং এর আওতাভুক্ত। আবার দেশের বাইরে এমন অর্থ বা সম্পত্তি, যাতে বাংলাদেশের স্বার্থ রয়েছে, কিন্তু তা ইচ্ছাকৃতভাবে আনা হয়নি, তাও মানিলন্ডারিং। অনুরূপভাবে বিদেশ থেকে প্রকৃত পাওনা দেশে না আনা কিংবা বিদেশে প্রকৃত দেনার অতিরিক্ত টাকা পরিশোধ করা মানিলন্ডারিং আইনে অপরাধ। দেশের উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত রাখতে ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (এসডিজি) অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধের কোন বিকল্প নেই।

দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে মানিলন্ডারিং অপরাধ দমন ও প্রতিরোধে সুনির্দিষ্ট এবং সমন্বিত কার্যক্রম পরিচালনা করা আবশ্যক। এজন্য মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন বিষয়ক জাতীয় ঝুঁকি নিরূপণ করতে হবে এবং ঝুঁকির মাত্রা বিবেচনায় এর প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে। অপরাধের সাথে জড়িত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার জন্য আইনের যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। ব্যাংকিং সিক্রেসি আইন মানিলন্ডারিং কৌশলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বা বিরোধ মুক্ত হতে হবে। সকল ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনিক ও বিধিগতভাবে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধের উদ্যোগ থাকতে হবে। কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন লেনদেন হতে যদি অনুমিত হয় যে এসব লেনদেনের সাথে মানিলন্ডারিং অপরাধ জড়িত আছে বা থাকতে পারে তাহলে সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে দেশের রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষকে জানানো বাধ্যতামূলক করতে হবে; নির্ধারিত অ-আর্থিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধের জন্যে একটি সিস্টেম প্রতিষ্ঠা, নিয়ন্ত্রণ ও রিপোর্ট করণ পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে। সরল বিশ্বাসে সন্দেহজনক রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে আর্থিক এবং অ-আর্থিক সেক্টরের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও কর্মচারীদেরকে যথাযথ গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন দমনের ক্ষেত্রে দেয়া নীতিমালা ভঙ্গ বা অমান্যকারীদের জন্যে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে। শেল (Shell) ব্যাংক প্রতিষ্ঠা বা শেল (Shell) ব্যাংকের কার্যক্রম চলমান রাখার বিষয়ে কোন দেশই অনুমোদন প্রদান না করার অঙ্গীকার বাস্তবায়িত হতে হবে এবং নগদ অর্থ বা বাহকের হস্তান্তরযোগ্য ইন্সট্রুমেন্ট সীমান্ত পারাপারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণমূলক নির্দেশনা থাকতে হবে এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো একটি নির্দিষ্ট সীমার অধিক লেনদেনের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক সংস্থার নিকট রিপোর্ট করবে; মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন দমনের ক্ষেত্রে যেসমস্ত প্রতিষ্ঠানের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেই সেগুলোর ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ও লেনদেনের প্রতি অধিক মনোযোগী হতে হবে। আর্থিক ও তালিকাভুক্ত অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও পেশাসমূহে যথাযথভাবে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ করার জন্যে উপযুক্ত নিয়ম-কানুন-বিধি প্রতিষ্ঠা করতে হবে; মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের বিষয়ে সন্দেহজনক রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, তথ্যবিশ্লেষণ, তদন্ত পরিচালনা এবং মামলা দায়ের করার ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগ ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান থাকতে হবে। জাতীয় তথ্য সংগ্রহ কেন্দ্র হিসেবে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (এফআইইউ)-কে গড়ে তুলতে হবে। আইনি কাঠামো এবং আইন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের স্বচ্ছতা একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর পরীক্ষা করা যায়; মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন দমনের লক্ষ্যে তদন্ত পরিচালনা, মামলাকরণ এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত কাজগুলো সহজভাবে পরিপালনের জন্য সকল দেশকে পারস্পারিক আইনি সহযোগিতা (Mutual legal Assistance) প্রদান করতে হবে।

দুদক বার্তার জন্য কোনো বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয় না

প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম

১৫ আগস্ট, ২০২৩ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

১৫ আগস্ট ২০২৩ বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদাত বার্ষিকী এবং জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে দুর্নীতি দমন কমিশনের সম্মেলনকক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ সভাপতিত্ব করেন। এতে কমিশনের কমিশনার মোঃ জহুরুল হক, সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন, মহাপরিচালক, পরিচালক ও উপপরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও অনলাইনের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন সকল বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালক ও সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপপরিচালকসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত এর মাধ্যমে আলোচনা অনুষ্ঠান শুরু হয়। দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনার ১৫ আগস্ট ২০২৩ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে সকল শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান এবং এ প্রসঙ্গে তাদের মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়া বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের বক্তাগণ বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের আর্থ সামাজিক প্রভাব, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু উদ্যোগ ও বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্পর্কে আলোকপাত করেন। বক্তারা বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে দেশের অব্যাহত উন্নয়ন অগ্রযাত্রা কামনা করেন।

আলোচনা সভা শেষে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারসহ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট নিহত সকল শহীদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে ও বঙ্গবন্ধুর পরিবারের জীবিত সদস্যদের দীর্ঘায়ু কামনা করে দোয়া ও বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম

কমিশনের দাপ্তরিক কাজ অটোমেশনের জন্য দুদক শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় ০৬টি মডিউলের সমন্বয়ে অটোমেশন সফ্টওয়্যারের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান REVE Systems Ltd & Penta Global Ltd. (JV) এর সাথে ২৫-০৬-২০২৩ তারিখে কার্যসম্পাদন চুক্তি করা হয়। মডিউলসমূহ হচ্ছে (১) মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সফ্টওয়্যার, (২) মালামালের ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনা সফ্টওয়্যার, (৩) মালামাল ক্রয় ব্যবস্থাপনা সফ্টওয়্যার, (৪) কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা সফ্টওয়্যার (প্রতিরোধ সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহের জন্য), (৫) আইটি সাপোর্ট সার্ভিস সিস্টেম এবং (৬) প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সফ্টওয়্যার। অটোমেশনের নিমিত্ত সফ্টওয়ারের আবশ্যকীয় হার্ডওয়্যার হিসেবে ইতোমধ্যে Database Server, Application Server & Test Bed Server, Storage Array, Server Rack with KVM Monitor, Online UPS সহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জামাদি কমিশনের সার্ভার কক্ষে সফলভাবে স্থাপন করা হয়েছে। উল্লিখিত অটোমেশন সফ্টওয়্যারের বাস্তবায়ন সফলভাবে সম্পন্ন হলে প্রযুক্তিগত খাতে আধুনিকায়নের মাধ্যমে কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অধিকতর বৃদ্ধি পাবে।

পুরস্কার/প্রণোদনা

দুর্নীতি দমন কমিশনের মামলায় বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের ভিত্তিতে উক্ত মামলার অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারীদের মধ্যে মোট ৪,৩০,০০০/- টাকা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

দুদক এনফোর্সমেন্ট ইউনিটের গৃহীত পদক্ষেপ

০১ জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ প্রান্তিকে দুদক অভিযোগ কেন্দ্র-১০৬ ও অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত ৬৯৩টি অভিযোগের বিষয়ে কার্যক্রম গৃহীত হয়। তন্মধ্যে অভিযোগের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন দপ্তরে ১৭০টি পত্র প্রেরণ করা হয়। দুদক আইনে তফসিল বহির্ভূত হওয়ায় পরিসমাপ্ত বা সংযুক্তকৃত অভিযোগের সংখ্যা ১০৬টি। অভিযোগের প্রেক্ষিতে ১২৬টি অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান হতে কমিশনের অনুমোদনে উদ্ভূত অনুসন্ধান সংখ্যা ২৬টি।

এনফোর্সমেন্ট ইউনিট উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, এলজিইডি, উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস, মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ইউনিয়ন পরিষদ, জেলা নির্বাচন অফিস, ইউনিয়ন ভূমি অফিস, বিআরটিএ, কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, পানি উন্নয়ন বোর্ড, উপজেলা সমাজসেবা অফিস, কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়, সমবায় অধিদপ্তর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস, জেলা রেজিস্ট্রারের কার্যালয়, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, তিতাস গ্যাস, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, রাজউক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ভূমি অফিস, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ইত্যাদি কার্যালয়ে অভিযান পরিচালনা করে।

আখাউড়া স্থলবন্দরে কাস্টমস কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এনফোর্সমেন্ট অভিযান

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলায় ৭ একর জমির গাছ অবৈধভাবে কাটার অভিযোগের সত্যতা নিরূপণে এনফোর্সমেন্ট অভিযান

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ড্রেন নির্মাণ কাজে অনিয়মের অভিযোগে এনফোর্সমেন্ট টিমের ঘটনাস্থল পরিদর্শন

শরীয়তপুর সদর উপজেলায় রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগে পরিচালিত এনফোর্সমেন্ট অভিযান

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

০১ জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সময়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের ১৩৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮ জন নবনিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী পরিচালকদের ৩য় ব্যাচের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। "Participation in the Webinar on Corruption Without borders: How to Cooperate to tackle it?" বিষয়ে ২০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নবনিয়োগপ্রাপ্ত উপসহকারী পরিচালকদের ২য় ব্যাচের ৬৮ জন কর্মকর্তার দুই মাস ব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া ৩০ জন কর্মচারীর অংশগ্রহণে শুদ্ধাচার ও সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলে অনুষ্ঠিত '2023 ACAC Training Course for International Anti-Corruption Partitioner' শীর্ষক প্রশিক্ষণে দুদকের দুজন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন।

নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী পরিচালকদের ৩য় ব্যাচের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠান।

দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলে অনুষ্ঠিত "2023 ACAC Traning Course for International Anti- Corruption Partitioner" শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ।

গণশুনানি কার্যক্রম

০১ জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট ০৩টি গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি সেবা দানকারী অফিস ও দপ্তর সমূহে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে গণশুনানির মাধ্যমে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। গত ২৩ আগস্ট, ২০২৩ মাদারীপুরে, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বাগেরহাটে এবং ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পিরোজপুরে অবস্থিত সরকারি অফিসসমূহের কার্যক্রমের বিষয়ে আনীত অভিযোগের উপর গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মাদারীপুরে অনুষ্ঠিত গণশুনানি

বাগেরহাটে অনুষ্ঠিত গণশুনানি

পিরোজপুরে অনুষ্ঠিত গণশুনানি

জুলাই-২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর-২০২৩ পর্যন্ত মামলা/চার্জশিট

	মামলা	চার্জশীট
মামলার আসামির সংখ্যা	১৪৪	৯১২
মোট মামলার সংখ্যা	৮৭	১৫০
মামলার এজাহারভুক্ত আসামিগণের পেশা :		
সরকারি চাকুরি	৬৭	৫৯০
বেসরকারি চাকুরি	২২	১৫৬
ব্যবসায়ী	১২	৫১
রাজনীতিবিদ	৫	৬১
জনপ্রতিনিধি	৪	৭
অন্যান্য	৩৪	৪৯
অপরাধের ধরন :		
জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন	৫৭	৩৯
আত্মসাৎ	২১	৯১
মানিলন্ডারিং	২	২
ঘুষ লেনদেন	১	১০
জাল-জালিয়াতি	৫	৭
মিথ্যা অভিযোগ দায়ের	০	১

তথ্যসূত্র: কন্ট্রোল রুম/নিয়ন্ত্রণ কক্ষ

জুলাই- সেপ্টেম্বর'২০২৩ দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য মামলা

ক্র:নং	অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরিচয়	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১	সুব্রত কুমার হালদার, সাবেক পুলিশ সুপার, মাদারীপুর, বিপি নং-৭১০৩০৬৪২৪২, বর্তমানে রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়, রংপুরসহ অন্যান্য ৫ জন,	পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগে বিভিন্ন প্রার্থীর নিকট হতে মোট ১,৬৯,১০,০০০/- টাকা ঘুষ গ্রহন।
২	প্রফেসর রতন কুমার সাহা (অব:), সাবেক অধ্যক্ষ, কুমিল্লা ভিক্টো রিয়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লাসহ অন্যান্য ৩ জন,	সরকারি ২,৪০,৯২,৯০৭/- টাকা আত্মসাৎ
৩	মনীন্দ্রনাথ বর্মন, জেলা রেজিস্ট্রার (অব:), রংপুর সিটি কর্পোরেশন, রংপুর	২০,৮৯,৭৮৬/- টাকা গোপনসহ ২৬,২৯,৫৭৯/- টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন।
৪	মোঃ মাহবুবুল হক চিশতী ওরফে বাবুল চিশতী, ব্যাংকের স্পন্সর শেয়ার হোল্ডার, সাবেক উদ্যোক্তা পরিচালক ও পরিচালনা পর্ষদের সাবেক নির্বাহী/অডিট কমিটির চেয়ারম্যান, দি ফর্মাস ব্যাংক লিঃ (বর্তমানে পদ্মা ব্যাংক লিঃ), ও রাশেদুল হক চিশতী, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বকশীগঞ্জ জুট স্পিনার্স লিঃ, স্পন্সর শেয়ার হোল্ডার, দি ফর্মাস ব্যাংক লিঃ (বর্তমানে পদ্মা ব্যাংক লিঃ), পিতা- মোঃ মাহবুবুল হক চিশতীসহ অন্যান্য ৪ জন,	পরস্পর যোগসাজশে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ঋণ অনুমোদন পূর্বক আত্মসাৎ
৫	মোহাম্মদ এনামুল হক, কমিশনার অব কাস্টমস, কাস্টমস ভ্যালুয়েশন এন্ড ইন্টারনাল কমিশনারেট, গুলফেশা প্লাজা (৪-৬ তলা), ৬৯, আউটার সার্কুলার রোড, মগবাজার, ঢাকা;	৯,৭৬,৯৭,১০৭/- টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন।
৬	মো: সাইদুল ইসলাম, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা, ঢাকা সামাজিক বন বিভাগ, ঢাকা,	১,১০,৮৫,৩৯৯/- টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন।
৭	মো: আব্দুস সবুর, সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, নেত্রকোনা,	৩,৯০,১০০/- টাকা গোপনসহ ১,১৬,৯৫,০০০/- টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন।
৮	এ কে এম শাহীন মন্ডল, সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ডিবি, মানিকগঞ্জ, বর্তমানে সহকারী পুলিশ সুপার, শিল্প পুলিশ, গাজীপুর,	৭১,৩১,৫০০/- টাকা গোপনসহ ১,৫৩,১২,৯২৮/- টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন।
৯	মোঃ জাহেদ আলী, চেয়ারম্যান, কায়েতপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ,	২০,১২,১৮,৪৩৬/- টাকার জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ
১০	মোঃ মাহবুবুল হক চিশতী ওরফে বাবুল চিশতী, সাবেক চেয়ারম্যান, অডিট কমিটি, দি ফারমার্স ব্যাংক লিমিটেড ও তার কন্যা রিমি চিশতীসহ অন্যান্য ০৩ জন	দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে ৪,০৩,৪১,০৮৫/- টাকা গোপন করার অপরাধ
১১	১। আবুল মুনীম মোসাদ্দিক আহমেদ, প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ (অব:) ২। সুদীপ কুমার চক্রবর্তী, সাবেক ব্যবস্থাপক (নিয়োগ), বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ (অব:) ৩। আবদুল হাই মজুমদার, সাবেক সহকারী ব্যবস্থাপক প্রশাসন (নিয়োগ), বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ (অব:),	ক্যাডেট পাইলট নিয়োগে জাল-জালিয়াতির অভিযোগ।

জুলাই-সেপ্টেম্বর'২০২৩ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মামলার চার্জশিট

ক্র:নং	অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১	বেসিক ব্যাংক লি: এর চেয়ারম্যান শেখ আব্দুল হাই বাচ্চু সহ বিভিন্ন কর্মক র্তা এবং বিভিন্ন কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের সত্ত্বাধিকারীসহ মোট ১৪৭ জন আসামি,	আসামিগণ কর্তৃক অসৎ উদ্দেশ্যে পরস্পর যোগসাজশে, ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গকরতঃ অন্যায়ভাবে নিজেরা লাভবান হয়ে এবং অন্যকে লাভবান করে ভূয়া মর্টগেজ, মর্টগেজের অতিমূল্যায়ন এবং মর্টগেজ বিহীনভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বেসিক ব্যাংক লিঃ হতে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে ২২৬৫,৬৮,০০,১৪৫/- টাকা আত্মসাতে ৫৯টি মামলা হয় এবং ০৫ জন তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত মামলাসমূহের তদন্ত শেষে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। সে প্রেক্ষিতে কমিশন কর্তৃক উক্ত মামলাসমূহের চার্জশীট দাখিলের অনুমোদন জ্ঞাপন করেন।
২	মহিবুল ইসলাম, উপ কর কমিশনার, সার্কেল-১৩ (বৈতনিক), কর অঞ্চল রাজশাহী,	১০,০০,০০০/- টাকা ঘুষ গ্রহণ।
৩	উৎপল কুমার দে, অতি: প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা ও তার স্ত্রী মিসেস গোপা দে,	৬,৫৩,১০,৯৪৮/- টাকা জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন।
৪	আব্দুল খালেক পাঠান, চেয়ারম্যান, কেয়া কসমেটিকস লিঃ, জারুন, কোনাবাড়ি, গাজীপুর, তার স্ত্রী মিসেস ফিরোজা বেগম, পরিচালক, কেয়া কসমেটিকস লিঃ, তাদের ছেলে মাঃ মাসুম পাঠান, পরিচালক, কেয়া কসমেটিকস লিঃ, কন্যা মিসেস তানসীন কেয়া, পরিচালক, কেয়া কসমেটিকস লিঃ এবং মিসেস খালেদা পারভীন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কেয়া কসমেটিকস লিঃ,	১৮৩,৮৪,৮০,২৬৪/- টাকা জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন।
৫	অমল কুমার বিশ্বাস, প্রাক্তন কলেজ পরিদর্শক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ড, যশোর, বর্তমানে অধ্যক্ষ যশোর সরকারি মহিলা কলেজ, যশোর, ও বিথীকা সিকদার, স্বামী: অমল কুমার বিশ্বাস, সাং-কংশারীপুর, থানা- চৌগাছা, জেলা- যশোর,	৩২,৪১,০৪৩/- টাকা তথ্য গোপনসহ ১,২৫,৪০,২৮৫/-টাকা জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন।
৬	ডা. তওহীদুর রহমান, সাবেক সিভিল সার্জন, সাতক্ষীরা ও সাবেক অধ্যক্ষ, সাতক্ষীরা মেডিকেল অ্যাসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস) এবং ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি), সাতক্ষীরা (অব:), সহ অন্যান্য ৩ জন,	মালামাল ক্রয়ে অতিরিক্ত মূল্য দেখিয়ে সরকারি ৮৮,৫৪,২১০/- টাকা আত্মসাৎ।
৭	এস. এম. এ আজিম (সাবেক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড চট্টগ্রাম), ও মিসেস নবতারা নুপুর, স্বামী- এস এম এ আজিম,	৯৪,২৮,১৭২/- টাকা তথ্য গোপনসহ ৩,৫৭,৩৮,১৫৫/- টাকা জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ।

সম্পদ ব্যবস্থাপনা

জুলাই-সেপ্টেম্বর' ২০২৩ বিজ্ঞ আদালতের ক্রোক ও অবরুদ্ধ সংক্রান্ত তথ্য

	০৭ টি নথিতে ক্রোককৃত সম্পদ	০৪ টি নথিতে অবরুদ্ধকৃত সম্পদ
দেশে	২৭.৪০৯৬ একর জমি, মূল্য- ১,৫৪,৫৫,৫৯৫/- ০৩ টি ফ্ল্যাট, মূল্য-৮৮,৪৮,৯৩০/- ০১টি গাড়ি, মূল্য-১৬,২০,০০০/- ০২টি বাড়ি, মূল্য-১,২৪,০২৩/- ০২টি সিএনজি স্টেশন (আংশিক), মূল্য-১,৯৭,৮৬,৬৬৮/- ০১ টি রিসোর্ট, মূল্য-১৭,৪৮,৮১,৩০৮/-	০১টি ব্যাংক হিসাব যার স্থিতির পরিমান-২২,৯৮,৫৪০/- টাকা, ০১টি বীমা পলিসি যার মূল্য-৪,৩৬,২৫০/- টাকা ও ৪১,০০০টি শেয়ার যার মূল্য-৮,৩০,২৮,৭৩৬/- টাকা।
মোট মূল্য	২২,০৭,১৬,৫২৪/- (বাইশ কোটি সাত লক্ষ ষোল হাজার পাঁচশত চব্বিশ টাকা),	৮,৫৭,৬৩,৫২৬/- (আট কোটি সাতান্ন লক্ষ তেষট্টি হাজার পাঁচশত ছাব্বিশ) টাকা।

জুলাই-সেপ্টেম্বর'২০২৩ আদালত এর হালনাগাদ তথ্য

ঢাকা ও ঢাকার বাইরে নিম্ন আদালতে মোট ৩,৩২২ টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। তন্মধ্যে ২,৮৮৭ টি মামলার বিচার কার্যক্রম বর্তমানে চলমান আছে এবং মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের আদেশে ৪৩৫ টি মামলার বিচার কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। বর্তমানে উচ্চ আদালতে ৬৮৯ টি রিট, ৮৭৬ টি ফৌজদারী বিবিধ মামলা, ১,১৫২ টি আপীল মামলা ও ৬১০ টি ফৌজদারী রিভিশন মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে। তাছাড়া মাননীয় উচ্চ আদালত কর্তৃক ৩৯ টি মামলার স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য বিচার ও দন্ড

জুলাই-সেপ্টেম্বর'২০২৩ প্রান্তিকে ৮৮ টি মামলার বিচারিক আদালতে রায় হয়েছে। এর মধ্যে ৪৯ টি মামলায় সাজা হয়েছে। সাজা হওয়া উল্লেখযোগ্য কতিপয় মামলার বিবরণ:

আসামি	বিচার ও দন্ড
মোঃ আনিছুর রহমান, সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও মোঃ জুলফিকার আলী, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপাঃ, জেলা শিক্ষা অফিস, ঠাকুরগাঁও।	গত ১৮-০৯-২০২৩ তারিখ রায়ে- আসামিদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় দন্ডবিধির ১৬১ ও ১৬৫ ধারায় ০২ লক্ষ টাকা করে জরিমানা এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় প্রত্যেককে ০৩ মাসের সশ্রম কারাদন্ডসহ ০১ লক্ষ টাকা করে জরিমানা প্রদান করা হয়েছে।
শাহ্ মোঃ হারুন, ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিঃ সহ মোট ৫ জন	গত ০৯-০২-২০২৩ তারিখ রায়ে- পলাতক আসামি ১. শাহ মোঃ হারুন, ২ . মোঃ ফজলুর রহমান, ৩. মাহমুদ হোসেন, ৪. কামরুল ইসলাম এবং উপস্থিত আসামি ৫. মোঃ ইমামুল হকের বিরুদ্ধে রুজুকৃত মামলার অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় ৪০৯/১০৯ ও ৫(২) ধারায় প্রত্যেকে ১০ বছর করে সশ্রম কারাদন্ডসহ ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরো ০২ বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। উক্ত আসামিগণকে দন্ডবিধির ৪২০ ধারায় প্রত্যেককে ০৫ বছর করে সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়। আসামিদের উভয় দন্ড একত্রে চলবে।
মোঃ ফিরোজ কবির, পুলিশ পরিদর্শক (নিঃ). বরিশাল জেলা (সাবেক উপ-পুলিশ পরিদর্শক, গুলশান বিভাগ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ), জাফর ঢাকা।	গত ১২-০৭-২০২৩ তারিখ রায়ে- আসামি মোঃ ফিরোজ কবির, পুলিশ পরিদর্শক (নিঃ) এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত মামলায় অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় ০৬ বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ডসহ অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দ্বিগুন মূল্যের সমপরিমান অর্থাৎ (৮৭১৭১৯৪×২)=১,৭৪,৩৪,৩৮৮/- টাকা জরিমান এবং সাবরিনা আহমেদ ইভাকে ০৪ বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।
মোঃ সাইফুল ইসলাম রাজা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্যারাগন প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিঃ ও স্বত্বাধিকারী ম্যাক্স প্যাকেজিং ঢাকা সহ ১০ জন	গত ২০-০৭-২০২৩ তারিখ রায়ে- আসামিদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত মামলার অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় পলাতক আসামি ১. মোঃ সাইফুল ইসলাম রাজা, ২ . আব্দুল্লাহ আল মামুন, ৩. সাইফুল ইসলাম, ৪. ননী গোপাল নাথ, ৫. মোঃ হুমায়ুন কবিরকে ৪০৯/১০৯ ধারায় প্রত্যেককে ১০ (দশ) বছর করে সশ্রম কারাদন্ডসহ ২,১৬,৪৮,১০৩/- টাকা জরিমানা যা দন্ডিত প্রত্যেকের নিকট হতে সমহারে রাষ্ট্রের অনুকুলে আদায়যোগ্য হবে এবং ৪২০/১০৯ ধারায় প্রত্যেককে ০৭ (সাত) বছর করে সশ্রম কারাদন্ডসহ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে প্রত্যেককে আরো ০৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৬. মোঃ সফিজ উদ্দিন আহমেদ, ৭. মোঃ কামরুল হোসেন খান, ৮. মোঃ মাইনুল হককে ৪০৯/১০৯ ধারায় প্রত্যেককে ০৫ (পাঁচ) বছর করে সশ্রম কারাদন্ডসহ ২,১৬,৪৮,১০৩/- টাকা জরিমানা যা দন্ডিত প্রত্যেকের নিকট হতে সমহারে রাষ্ট্রের অনুকুলে আদায়যোগ্য হবে এবং ৪২০/১০৯ ধারায় প্রত্যেককে ০৩ (তিন) বছর করে সশ্রম কারাদন্ডসহ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে প্রত্যেককে আরো ০৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ৯. শেখ আলতাফ হোসেনকে মামলা হতে বে-কসুর খালাস এবং অপর একজন আসামি মৃত্যুবরণ করায় অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। উভয় দন্ড একত্রে চলবে।
তারেক রহমান, ডাঃ জোবায়দা রহমান ও সৈয়দ ইকবাল মান্দ বানু	গত ০২-০৮-২০২৩ তারিখ রায়ে- আসামিদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত মামলার অভিযোগ প্রমানিত হওয়ায় ১. তারেক রহমানকে ২৬(২) ধারায় ০৩ বছর ও ২৭(১) ধারায় ০৬ বছরের সশ্রম কারাদন্ডসহ ০৩ কোটি টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০৩ মাসের কারাদন্ড, ২. জোবায়াদা রহমানকে ২৭(১) ধারায় ও ১০৯ ধারায় ০৩ বছরের সশ্রম কারাদন্ডসহ ৩৫ লক্ষ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০১ মাসের কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে। আসামি সৈয়দ ইকবাল মান্দ বানুকে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ কোয়াসমেন্ট মূলে অব্যাহতি প্রদান করেছেন।
জাহিদ সারোয়ার, সাবেক অ্যাসিস্টেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সেন্টার ম্যানেজার, মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ, বনানী শাখা, ঢাকাসহ ০২ জন।	গত ১১-০৯-২০২৩ তারিখ রায়ে- আসামিদের বিরুদ্ধে রুজুকৃত মামলার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আসামি ১. জাহিদ সারোয়ারকে দন্ডবিধির ৪০৯ ধারায় ১০ বছরের সশ্রম কারাদন্ডসহ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০১ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড, ৪৬৭ ধারায় ০৭ বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ডসহ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০১ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২) ধারায় ০৭ বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান, ২. আসামি ফারহানা হাবিব, স্বামী-জাহিদ সারোয়ারকে ৪২০/১০৯ ধারায় ০৩ বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ডসহ ৩০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ০১ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২) ধারায় ০৪ বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান। এছাড়া আসামি জাহিদ সারোয়ারকে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২) ধারা মতে অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দ্বিগুণ অর্থ্যাৎ (২৭৩৮০০০০X২)=৫,৪৭,৬০,০০০/- টাকা জরিমানা এবং আসামি ফারহানা হাবিবকে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২) ধারা মতে অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দ্বিগুণ অর্থ্যাৎ (২২৪০০০০০X২)=৪,৪৮,০০,০০০/-টাকা জরিমানা। আসামিদ্বয়কে প্রদত্ত উক্ত জরিমানার ৫০% টাকা একই আইনের ৪(৩) ধারা মতে রাষ্ট্রের অনুকুলে বাজেয়াপ্ত করা হলো। বাকী টাকা মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ, বনানী শাখা প্রাপ্ত হবেন।
মোঃ নাজমুল ইসলাম সাঈদ চেয়ারম্যান, ৮নং সমুদয়কাঠি নেছারাবাদ, পিরোজপুর।	গত ২৬-০৯-২০২৩ তারিখ রায়ে- আসামির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় দুদক আইন, ২০০৪ এর ২৭(১) ধারায় ০৫ বছরের সশ্রম কারাদন্ডসহ ১৯,৩০,১৬৫/- টাকা জরিমানা প্রদান করা হয়েছে।

দুর্নীতি বিরোধী আইন পরিচিতি

দুর্নীতি দমন কমিশনের ফাঁদ কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত গাইডলাইন

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর তফসিলে ঘুষ দুর্নীতি সম্পর্কিত অপরাধে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কমিশন কর্তৃক ফাঁদ ও এনফোর্সমেন্ট অভিযানকে সুনির্দিষ্টকরণ, অধিকতর গতিশীলকরণ ও অভিন্ন (Uniform) কাযপদ্ধতিতে সম্পন্নের মাধ্যমে দুর্নীতিবাজকে দ্রুত আইনের আওতায় আনা এবং বিচার প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞ আদালতে অপরাধীর বিরুদ্ধে যথাযথ ও গ্রহণযোগ্য সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে শাস্তি নিশ্চতকরণ এ কার্যক্রমের মূল উদ্যেশ্য। সরকারি কর্মচারি/গণকর্মচারী কর্তৃক ঘুষ দাবি, গ্রহণ ও প্রদানসহ অবৈধভাবে অর্থ লেনদেন সংক্রান্ত অপরাধে অভিযোগকারীর অবস্থান, অভিযোগের/তথ্যের সত্যতার ভিত্তিতে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক নিম্নোক্তভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়:

দুদক কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতি	অপরাধের ধরন	বৈশিষ্ট্য	বর্তমান আইনগত কাঠামোতে গৃহীত ব্যবস্থা
ফাঁদ (Trap) কার্যক্রম পরিচালনা	গণকর্মচারী বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক ঘুষ দাবি বা সেবা প্রাপ্তির জন্য ঘুষ প্রদানে বাধ্য করা।	১। অভিযোগকারীর অভিযোগ সুনির্দিষ্ট হতে হবে। ২। অভিযোগকারী নিজে বা কারও পক্ষে ভুক্তভোগী বা ক্ষতিগ্রস্ত/হয়রানির সম্মখীন এবং নাম প্রকাশে ইচ্ছুক ব্যক্তি হতে হবে। যিনি দন্ডবিধি ১৮৬০-এর ১৬৫-বি ধারার আওতাভুক্ত ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হবেন। ৩। তাকে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে সম্মত হতে হবে।	দুর্নীতি দমন কমিশন, বিধিমালা ২০০৭-এর বিধি ১৬-এর মাধ্যমে সফল ফাঁদ সম্পাদনান্তে মামলা রুজু সম্পাদনান্তে মামলা রুজু ও তদন্ত শেষে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল।

ফাঁদ কার্যক্রম তত্ত্বাবধানকারী কর্মকর্তার জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রম বাধ্যতামূলক

১। দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা ২০০৭-এর বিধি-১৬ ও ফাঁদ কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত গাইডলাইনে বর্ণিত নির্দেশনা আবশ্যিকভাবে নিশ্চিত করা।

২। কমিশন/প্রধান কার্যালয়ের এনফোর্সমেন্ট ইউনিটের সাথে সমন্বয় সাধন করা।

৩। কমিশনের অনুমোদনক্রমে ফাঁদ পরিচালনাকারী দল ও তল্লাশী দল গঠন করা।

৪। ফাঁদ পূর্ববর্তী, ফাঁদ পরিচালনা সময়ের জন্য নিরপেক্ষ সাক্ষী নির্বাচন করা।

৫। অভিযোগ গ্রহণ, ইনভেন্টরি/জব্দ তালিকা প্রস্তুতকরণ ও সেগুলো জিম্মায় প্রদান, এজাহার রুজুসহ সকল পদক্ষেপ যথাযথভাবে সম্পাদন নিশ্চিতকল্পে তদারকি করা।

৬। ফাঁদ কার্যক্রম সংক্রান্ত চেক লিস্ট প্রতিপালন নিশ্চিতকরণের নির্দেশনা প্রদান।

৭। আসামিকে দ্রুত আদালতে প্রেরণের তদারকি করা।

৮। তদন্তপর্যায়ে আসামি বা আসামিগণকে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৭ ধারা অনুযায়ী তদন্তকারীর হেফাজতে যৌক্তিকতা নিরূপণ ও নির্দেশনা প্রদান।

৯। অভিযান পরিচালনায় অংশগ্রহণকারী সকল সদস্যকে অভিযানের গুরুত্ব ও সকল ধাপ সম্পর্কে পূর্বেই যথাযথ ধারণা প্রদান করা। অভিযান পরিচালনাকালে সম্পূর্ণ পেশাদারি (Professional) আচরণ করা।

ফাঁদ কর্যক্রমের (Trap) এলাকাভিত্তিক পরিধি

দুর্নীতি দমন কমিশনের শাখা কার্যালয়সমূহ তার অধিক্ষেত্রাধীন এলাকার মধ্যে ফাঁদ কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন। তবে কমিশনের অনুমাদন সাপেক্ষে প্রধান কার্যালয়/বিভিন্ন কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত টিম দেশের যে কোন স্থানের প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে কমিশন কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে ফাঁদ পরিচালনা করতে পারবেন।

বিশেষ বিধান

কোন পাবলিক সার্ভেন্টকে ক্ষতিগ্রস্থ করার মানসে ইচ্ছাকৃতভাবে ও সজ্ঞানে মিথ্যা তথ্য প্রদান করে ফাঁদ কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা করা হলে মিথ্যা তথ্য প্রদানকারীসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

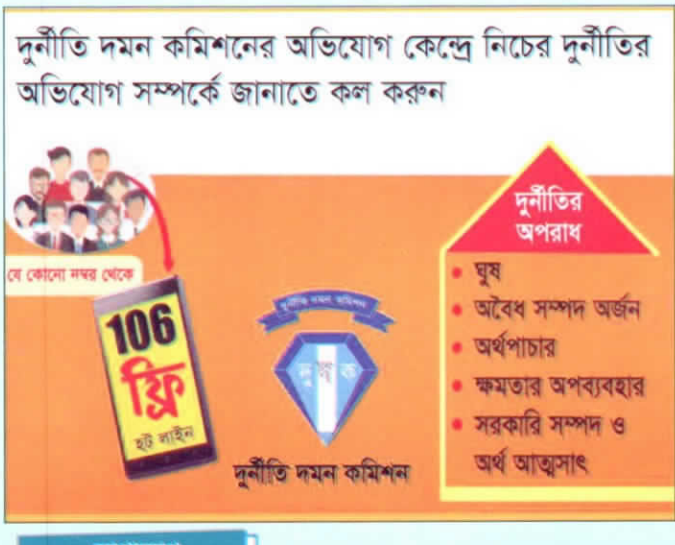

সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

এক শ্রেণির প্রতারকচক্র দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারি হিসেবে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে (সশরীরে/ফোনে/ভুয়া পত্র প্রদান করে) জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করছে এবং অর্থ দাবী করছে মর্মে প্রায়ই অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এ ধরনের কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রতারকচক্র সাধারণ মানুষকে হয়রানি করাসহ দুদকের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার অপচেষ্টা করছে। উল্লেখ্য, দুর্নীতি দমন কমিশন কারো বিরুদ্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত শুরু করলে পত্র মারফত উক্ত ব্যক্তিকে জানানো হয়; টেলিফোনে যোগাযোগ করা হয় না। পত্রটি ভুয়া কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য দুদকের প্রধান কার্যালয় অথবা নিকটস্থ বিভাগীয়/জেলা কার্যালয়ে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা হলো।

উল্লিখিত বিষয় ছাড়াও অন্য কোন প্রতারণা বা অনিয়মের তথ্য পাওয়া গেলে দুদকের টোল ফ্রি হটলাইন-১০৬ নম্বরে জানানোর অথবা নিকটস্থ দুদক কার্যালয় বা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা গ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হলো।

দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

যোগাযোগ

রেজওয়ানুর রহমান
মহাপরিচালক (প্রশাসন) ও সম্পাদকমন্ডলির সভাপতি,
দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

মো. আকতারুল ইসলাম
উপপরিচালক (জনসংযোগ) ও সম্পাদক, দুদক বার্তা
দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

প্রধান কার্যালয় : দুর্নীতি দমন কমিশন, ১ সেগুন বাগিচা, ঢাকা
ফোন : ২২২২২৯০১৩
pr.acc.hq@gmail.com www.acc.org.bd

দুদক বার্তার জন্য কোনো বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হয় না